জন কীট্স্

রমা কুন্ডু

জন কীট্স্ পাকা ফসলের ডালা ও পৌষের আসন্ন আঁধার

জন কীটস্ নামটিতে অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে জড়িয়ে থাকে বিষাদ— যে ফুল না ফুটতেই ঝরে পড়ে ধুলায় তার বিকচোন্মুখ পেলব পাপড়িতে যেমন টলমল করে শিশিরের বিষাদ। তবুও, জন্মাবধি ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ মৃত্যু দেখতে দেখতে এবং নিজের অনিবার্য সমাসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হতে মাত্র ছাব্বিশ বছরে যে রক্তিম স্বর্ণিল পুষ্পফসল সম্ভার তিনি রেখে গেছেন তা বিস্ময়কর।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে আরো কয়েকটি নাম ; তাঁরাও ছিলেন রাজরোগজনিত অকালমৃত্যুর শিকার। রোগ নির্ণীত হবার পরে সেই সচেতনতা এই সব সুবেদী-অনুভবী-প্রতিভাবান রোগীদের সৃষ্টিশীলতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার সাক্ষ্য বহন করে বিশেষভাবে তাঁদের প্রাক্-মৃত্যু শেষ সৃজন। যেমন কাফ্কার দি কাস্ল ও অরওয়েলের নাইনটিন এইট্টিফোর যে সময় লেখা, দুই লেখকই তখন আশাশূন্য, মোহশূন্য সেই বোধে উপনীত যে 'মৃত্যুদন্ড দাঁড়ায়েছে দ্বারে।' উক্ত বইদুটিতে এই বোধের দ্বিবিধ কিন্তু নির্ভুল প্রতিফলন, অরওয়েল বর্ণিত 'ওশিয়ানিয়া' রূপ শাস্তি সাম্রাজ্য ছPenalcolonyগ্ন এক অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থার ছবি যা ব্যক্তিকে আরোগ্যাতীত অবক্ষয়ে নিঃশক্তি নির্বীর্য-হতোদ্যম করছে। কাফ্কার ক্যাসল-এর অবস্থান এক বিমর্ষ গ্রামে যেখানে রোগ অসুস্থতা এক ব্যাপ্ত এ পরাক্রান্ত বাস্তবতা, — আর তার সংগী এক অনন্ত শীত-বরফ-বৃষ্টি-কুয়াশা-অন্ধকার; এ গ্রামে এক সপ্তাহ যাপনকালে ক্রমাগত দুর্বলতর হয়ে পড়ে ও শেষে এক গুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে শুধুমাত্র অপরিসীম ক্লান্তির কারণে , এ কালনিদ্রার পূর্বচ্ছায়াপড়েছে উপন্যাসের শুতেই যখন কীটস্ তার প্রাসাদ সন্ধানের প্রথম ব্যর্থ পর্যায় শেষে সাঁকো-পাশের সরাইখানায় ফেরে এক বৃদ্ধ রোগজীর্ণ এজেচালকের সাহায্যে যে আবার সবটা সময় ভীষণ ভীষণ কেশে চলে। কাফ্কার শেষ ট্রীলজির অপর উপন্যাস জ্যেয়ার প্রসেস ও যক্ষ্মারোগের প্রতিশব্দ। ১৯৮৪ - র নায়ক তার সমাজের অর্ন্তলীন রোগকে চিহ্নিত করে চেষ্টা করে রোগ মুক্তি করে , স্বল্পকালীন সফলতাও পায়, কিন্তু তার পরেই আসে রোগের প্রবলতর আক্রমণ। সে আর প্রতিরোধ করতে পারে না। রক্ত বমনকারী যক্ষ্মারোগীর মতো সে তার 'স্বীকারোক্তি ' গুলি করতে থাকে ঃ তার বিদ্রোহ বিষয়ে অর্থাৎ তার স্বাভাবিকতা সততা বজায় রাখার সামান্য ব্যক্তিক প্রচেষ্টা বিষয়ে - এসব স্বীকারোক্তি। উইনস্টন সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজরোগের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও শেষ পর্যন্ত আরোগ্যাতীত ভাবে আক্রান্ত হয়। 'বিরাট ভাইকে আমি ভালবাসি' ছI love big brotherগ্ন এই অসহায় অনারোগ্য সমর্পণেরই ঘোষনা। দুই মৃত্যুপথযাত্রী লেখকের লেখ, সমস্ত আশার আশ্রয়চ্ছিন্ন এই দুই বইকে এভাবে দেখা যেতে পারে- তারা যেন সংশ্লিষ্ট লেখকদের জীবনের শেষ গোধূলির আলো কবরের অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে যন্ত্রণা ও আর্তি প্রকাশের অন্তিম মরীয়া চেষ্টা কাফ্কার দুর্গের মালিক এক কাউন্ট ওয়েস্ট যার নিহিতার্থ এক অতি প্রগাঢ় অনতিক্রম্য গোধূলিলগ্ন।

লরেন্স, কাম্যু ও নীল টমাস মান প্রমুখ স্রষ্টারা যাঁরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েও বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই রোগের ফলশ্রুতিতে এক মৃত্যু চেতনা ও তজ্জনিত এক বিষাদাচ্ছন্ন সৃজনউচ্ছাস লক্ষ্য করা যেতে পারে। আর কীট্স্ তো মৃত্যুমেঘচ্ছায়ার নীচে সৃষ্টির উতরোল জোয়ারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮১৯ - এ কীট্স্ এর যে স্বর্ণিল কাব্যফসল তারও পিছনে কাজ করেছে আসন্ন মৃত্যুবোধ। সত্য যে কবির যক্ষ্মারোগ তখনও নিরূপিত হয় নি। কিন্তু এমন ধারণায় পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট তথ্যাদি রয়েছে যে কীট্স্ জানতেন কী ঘটতে চলেছে, এবং ১৮১৯-এর কাব্যস্তবটিকে সেই আলোকে দেখা যেতে পারে, যে এটি গাঁথা হয়েছিল এক ক্ষণস্থায়ী গোধূলির ঘনায়মান ছায়ান্ধকারে, যে গোধূলি কবি বুঝেছিলেন, অচিরে মিশে যাবে অনন্ত রাত্রিতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কীট্স্-এর ১৮১৯ -এর কবিতাবলী তাঁর শেষ উচ্ছ্বাস 'পাকা ফসলের ডালিটি' এক বিশেষ অর্থ ও আবেদন নিয়ে উদ্ভাসিত হতে পারে।

কীট্স্ -এর বাল্যস্মৃতিতে আমুলপ্রোথিত অন্যতম প্রধান ঘটনা নিকট ও প্রিয়জনদের একের পর এক মৃত্যু ও অকালমৃত্যুর অভিজ্ঞতা । বাবা টমাস মারা যান ১৬ এপ্রিল ১৮০৪, যখন বালকপুত্রের ন'বছর পূর্ণ হয়নি, সব চেয়ে ছোট ভাই এডওয়ার্ড কীটস (জন্ম এপ্রিল ২৮,১৮০১) মারা যায় চার বছরেরও কম বয়সে ১ ফেব্রুয়ারী ১৮০৫, যখন কীটস- এর বয়স মাত্র ন'বছর তিন মাস। এর এক মাসের মধ্যে চলে গেলেন এক বড় অবলম্বন। জুন ১৮০৪ -এ মায়ের অসফল পুনর্বিবাহের পর ভাইবোনেরা চলে এসেছিল মাতামহ জন জেনিংসের কাছে। কিন্তু বছর শেষ হবার আগে জেনিংস মারা গেলেন ১৮০৫ এর মার্চ মাসে। জানুয়ারী ১৮০৯ এ পিতাকে অনুসরণ করলেন তাঁর তণ পুত্র, শিশুদের মাতুল ক্যাপটেন জেনিংস। পরের বছর মার্চ ১৮১০ এ মায়ের মৃত্যু যক্ষ্মারোগে।

ারের শিশুদের জন্য অভিভাবক নিয়োগ করছেন। পরিবারের মধ্যে দ্রুত পরম্পরায় ঘটে যাওয়া এতগুলি মৃত্যু কি অনিরাপত্তাবোধ আশংকার পরিমন্ডল তৈরী করেছিল? পরবর্তীকালে যুবক কীট্স্ এর অন্তরে এই মৃত্যুচকিত বালকটি কি আবৃত্তি করত, যাই হোক চার বছরের মধ্যেই ১৮১৪ এর ডিসেম্বরে মাতামহী মারা যান তার এক বছর আগে কীট্স্ এর সম্পর্কিত মাতামহী মেরী সুইটিংবার। আর তিন বছর যেতে না যেতে শু হলো প্রিয় ছোট ভাই এর মৃত্যুপথযাত্রা , বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর, শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হতে হতে টম শেষ হয়ে গেল নিতান্ত অকালে যে ঘটনার ঘনিষ্ঠ সাক্ষী রইলেন কবি নিজে প্রথম থেকে শেষাবধি। ১৮১৮ র ২৩ জানুয়ারী নাগাদ টম্ এর রক্তবমন হয়, এবং তারপরে রোগলক্ষণগুলি স্পষ্টতর হতে থাকে (রলিনস্ ১ ; ২১২) । ১৮১৮ -র অক্টোবরে কীট্স্ টমাস রিচার্ডসকে তাঁর যেতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন ' আমার ভাই টম প্রতিদিন আরো দুর্বল হচ্ছে; তাকে কয়েক ঘন্টার বেশী একা ফেলে রাখতে পারি না'(রলিনস ১; ৩৭৫) জর্জ ও জর্জিয়ানা কীট্স্কে এই সময়েই লেখাঃ ' টম সম্পর্কে কোন ভালো খবর দিতে পারলাম না -- তার কোন উন্নতি হয়নি, বরং আগের চেয়ে অনেক খারাপ -- বেচারী টমকে নিয়ে যেভাবে আমার দিন কাটছে যেভাবে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে — যেন আমি তার একমাত্র আরাম সান্ত্বনা — (তা দেখলে) তোমাদের চোখে জল আসবে'(রলিনস ১ ৩৯১) । টমের কষ্টকে কীট্স্ অনুভব করেছিলেন এক প্রগাঢ় স্নেহ- সহানুভূতি দিয়ে। অথবা এই এক আত্মবোধ কি দরজায় আসন্ন নিজের রোগযন্ত্রণার পূর্বাভাসও। এ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি এরকমঃ বহু রাত্রিতে রোগাক্রান্ত ভাই এর শয্যাপার্শ্বে বসে তার শুশ্রুষা করেছিলেন কীট্স্। তিনি জানতেন না যে ওই সময়ে এই রোগ তাঁর শরীরেও বাসা বেঁধেছে' (দেশ, কীটস্ সংখ্যা)। কিন্তু সত্যিই কি তিনি কিছুই বোঝেননি? টমের মৃত্যুদিন ১ ডিসেম্বর, ১৮১৮। এই সময়কার চিঠিপত্র থেকে ধরা পড়ে কীট্স্ নিজে বেশ কিছুদিন ধরে একটানা ভালো নেই (unwell)। কোনদিনই প্রবল স্বাস্থ্যবান ছিলেন না, কিন্তু বিশেষভাবে ১৮১৮ থেকে বারবার ছোটখাটো অসুস্থতাগুলি তাঁকে দুশ্চিন্তিত করেছে। টমের শেষ বছরটিতে চিঠিপত্রে দেখা যায় বার বার কীটস গলার ব্যথার কথা বলেছেন। একজন বৈদ্য হিসাবে তাঁর নিজের এ লক্ষণ না চেনার কথা নয় — যক্ষ্মারোগের প্রথম লক্ষণ যা পরে কাশি ও রক্তক্ষরণে পৌঁছাবে এবং স্বভাবতই উদ্বেগের কারণ। যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ডোংগরী এবং অমৃতসর মেডিকেল কলেজের যক্ষা ও বক্ষোরোগ বিভাগের প্রধান ডঃ ভাটিয়ার মতে 'ফুসফুস-যক্ষ্মার যাবতীয় স্থানিক লক্ষণের মধ্যে কাশিই সবচেয়ে সাধারণ এবং সবচেয়ে প্রথম তা দেখা দেয়' (১৮৬)। ডঃ টি, বি, মাস্টারের মতেcough is an important symptom and as such must be treated with due consideration।

কীটস এর ক্ষেত্রে দুটি বিষয় এসময় কাজ করে থাকবেঃ ভাইবোনদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও রোগ চিকিৎসা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান। দুই-এ মিলে তাঁর মধ্যে এক তীক্ষ্ম মৃত্যুচেতনা জাগিয়ে থাকা সম্ভব যেন সে এক অনতিক্রম্য নিয়তি Doom পথের বাঁক ঘুরলেই তাকে দেখা যাবে প্রতীক্ষমান। ভাইবোনদের প্রতি কীট্সের প্রগাঢ় ভালবাসা তাঁর পত্রাবলীতে ও জীবনে ভাস্বর ; কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যেই সম্পৃক্ত এক নিয়তিবোধও, যেন জীবন ও মৃত্যুতে একই রকমের দুঃখ শোক কষ্ট ভাগ করে নেবার জন্যই তাদের জন্ম। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে কীট্স্ এক যন্ত্রণার্ত চিঠি লিখেছিলেন (বস্তুত এতই তীব্র এ যন্ত্রণা যা পাঠককে জোবেরcursing মনে করিয়ে দেয়।) যা আবারও তাঁর ভাইবোনেদের প্রতি গভীর ভালবাসা ও একাত্ম অনুভবের স্বাক্ষর বহন করে।

' হায়, যদি অন্তত কখনোও সৌভাগ্যসূচক কোন কিছু আমার বা আমার ভাইদের জীবনে ঘটত। ------ আমি বিস্ময়াহত হয়ে ভাবি মানবহৃদয় তবে এত দুঃখও ধারণ ও বহন করতে পারে। আমি কি এই পরিণতির জন্যই জন্মেছিলাম? --(পেজ

২৪০)'
উদ্দিষ্টকে পত্রলেখক আরো অনুরোধ করছেন, তাঁর ভাই ও বোনকে চিঠি লিখতে 'যে (বোন) আমার কল্পনায় আসা যাওয়া করে এক অশরীরী ছায়াসম— সে এতটাই টমের মতো।'
আবার, কীটস এর চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে (অ্যাপোথিকারীস হল এর পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন জুলাই ১৮১৬ এ) অনুমান করা যায় তাঁর সময়কার একটি সাধারণ বিশ্বাস কবির অজানা ছিল না-যে 'শ্বেত প্লেগ' বহুলাংশে এক বংশানুক্রমিক রোগ'ছNot long ago, tuberculosis was believed to be a hereditary disease" Dr. R. Viswanathan and Dr. S.P. Pamra 68গ্ন। যক্ষ্মার বংশানুক্রমিকতা সম্পর্কে এই ধারণার প্রেক্ষিতে মা ও ভাইএর যক্ষ্মায় অকালমৃত্যুর ঘটনা ক্ষীণদেহী তণকে বিচলিত করে থাকলে সেটা অস্বাভাবিক নয়। ব্যক্তিগত পটভূমিটি মনে রাখলে জুন ১৮১৮ থেকে কীটস এর নিজের অসুস্থতা সম্পর্কিত কিছু লক্ষণ সম্পর্কে ফিরে ফিরে উল্লেখ ও স্বীকারোক্তি এক বিষাদময় তাৎপর্য্য বহন করে। মনে হয় মাঝে মাঝে যখন অসুখবিসুখ হয়েছে— সাধারণ স্বাস্থ্যবান কোন তণ যে সব ঘটনা অবজ্ঞা করতে পারত — সেগুলি মা-ভাই হারানো ছেলেটিকে শঙ্কিত-চিন্তিত , কখনও উদ্বিগ্ন করেছে। জুন ১৮১৮ এ কীটস সেভার্নকে লিখছেন ঃ ' ডাক্তার বলছে আমার কোনোমতেই বাইরে যাওয়া চলবে না'। (রলিনস ২৯১) । চারদিন পরে ১০ জুন বেইলিকে লিখছেন ঃ 'আমি জানি না (প্রস্তাবিত) সফরটি করতে পারব কি না, কারণ ভাই টম ও আমার একটু অসুস্থতা (রলিনস ২৯৩) ।আবার, ৯ আগষ্ট ১৮১৮ কীটস ' এক বিশ্রী গলা ব্যথা'র কথা (রলিন ৩৬৪) ও এক সপ্তাহ পর একটু অসুস্থতা-র কথা বলেন যা 'তখনও চলছে' (রলিনস ৩৬৬) । ২১ সেপ্টেম্বর তিনি আবার গৃহবন্দী অসুস্থতার কারণে (রলিনস ৩৭১) , এবং টমের মৃত্যুর পরে ২৮ ডিসেম্বর পূর্ব-আয়োজিত চেষ্টার সফর তাঁকে বাতিল করতে হয়— আবার সেই গলার ব্যথার জন্য। গলার ব্যথা ও জ্বরসহ কয়েকটি বিশেষ ধরণের অসুস্থতা সম্পর্কে এই আত্মকথনগুলি — যাদের উপর শঙ্কা-উদ্বেগের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয় — এমন একটা সময় আসছে যখন টমের অবস্থা সুনিশ্চিত অবনতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কবির কি এমন কোনো পূর্বানুভূতি এসেছিল যে তাঁকেও অচিরে একই ঢাল(slope) এ নামতে হবে? টমের জন্মদিনে (নভেম্বর ১৮১৬) , মৃত্যুর দুবছর আগে, কীটস একটি কবিতা উপহার দেন; তার বিষয় ছিল 'সহোদর আত্মা' দের (*fraternal Souls*) মধ্যেকার স্নেহকোমল বন্ধন। কবিতাটির শেষ এক প্রার্থনা/ প্রাক্ আশংকার ভঙ্গীতে, যে তাদের বাঁচতে ও মরতে হবে 'একসাথে' ঃ
'এমন আরো অনেক সন্ধ্যা---
যেন আমরা একসাথে কাটাতে পারি ---
যতদিন না সেই মহান স্বর ঘোষণা করে
আমাদের মৃত্যুর আদেশ।' (টু মাই ব্রাদার্স)
সত্য যে টমের মৃত্যুর পরের বছরটি - গ্রীষ্ম থেকে হেমন্ত পর্যন্ত কীটস এর প্রাক্ আশংকা ভুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 'টু মাই ব্রাদার্স' কবিতাটিতে 'সহোদর আত্মা'দের যৌথ মৃত্যুর কল্পনা ছিল, এবং বাস্তবে টমের মৃত্যু যে কীটসের নিজের আসন্ন সমাপ্তির বোধকে তীব্রতর করতেই সাহায্য করবে, এটা অসম্ভব নয়। যক্ষ্মা ঠিকমতো পাকাপোক্তভাবে তাঁর শরীরের দখল নেয়(established) ১৮১৯ এর অক্টোবরে। কাজেই উপরোক্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এমন ধারণা করা অমূলক হবে না যে টমের মৃত্যুর পরবর্তী কটি মাস ছিল কবির পক্ষে আসলে এক আশংকার সময়, প্রতীক্ষার সময়, অনিবার্যের জন্য প্রতীক্ষার; বিদায় জানানোর সময় (bidding adieu) এক গোধূলির কাল যা দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে চলেছিল।
বস্তুত, দিনে দিনে তিলে তিলে টমের মৃত্যুকে দেখবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তাঁর নিজস্ব চিকিৎসাজ্ঞান নিয়ে কীটস এর পক্ষে কোনোরকম আশাস্বপ্নের মোহ রাখা অসম্ভবই ছিল। ডঃ এস পি পামরার মত অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে 'পর্যাপ্ত লক্ষণের অভাবে রোগীরা প্রথম পর্যায়ে রোগ নির্ণায়ক পরামর্শ নেবার আগ্রহ অনুভব করে না।--- যখন রোগটা সম্পূর্ণভাবে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে(ন্দ্বব্দব্ধস্তনব্দড়ন্দ্বস্ত') তখন (classical) লক্ষণসমূহ, যথা কাশি,শ্বাসকষ্ট, রক্তক্ষরণ, জ্বর, বক্ষোযন্ত্রণা ইত্যাদি দেখা দেয় (৯০)।' কিন্তু কীটস -এর পক্ষে তার শরীরে কি ঘটতে চলেছে, এবং জীবনে তার তাৎপর্য কি, এটুকু জানবার জন্য এই শেষ রোগ নির্ণয়নের (Final diagnosis) অপেক্ষায় থাকা দরকার ছিল না। ডঃ এম

এম সিং বলছেন 'অতীতে ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদের পক্ষে পরিস্থিতি ছিল খুবই অন্ধকারময়। যক্ষ্মারোগ একবার নির্ণীত হয়ে গেলে মনে করা হত মৃত্যু পরোয়ানা এসে গেল, এবং পরিস্থিতির এই অনিবার্যতা-অসহায়তার প্রতিফলন ঘটেছিল রোগের প্রতি আরোপিত বিভিন্ন নামে, যেমন থাইসিস,'মৃত্যুবাহিনীর অধিনায়ক'(Captain of the Men of Death) ক্ষয় দহন ইত্যাদি'(২৮৩) । যদিও কীটস নিজের 'মৃত্যু পরোয়ানা' তখনও পাননি (অবিকল এই শব্দটিই কীটস ব্যবহার করেছিলেন পরের ফেব্রুয়ারীতে নিজের প্রথম রক্ত ক্ষরণ দেখবার পরে — 'I know ……. That the drop is my death warrant'-(Haughton 244গ্ন তবু তিনি জানতেন পরোয়ানা আসছে মিডল্টন মারীর কথায় 'রোগের বীজ' সেখানে ছিলই অনেকগুলি মাস ধরে, এবং অক্টোবর ১৮১৯ - এ তাঁর লন্ডনে ফেরার পর থেকে এই 'সুন্দরভাবে প্রস্তুত জমিতে' তারা শুধু 'অঙ্কুরিত' ও বিকশিত' হয়েছিল (২০৯), লক্ষণীয়, মারী এখানে একেবারে চিকিৎসকের পরিভাষায় কথা বলেন; ডঃ আর বিনাথনও বলেছেন ("It is universally accepted today that development of disease following infection is a 'seed and soil' phenomenon" (68) কীটস এর শেষ কাব্যিক ফসল তাঁর বিখ্যাত 'ওডগুলি লেখা হয় এই পর্বে, রোগবীজের অবশেষে 'অঙ্কুরোদ্‌গম' ও 'বিকাশে'-র ঠিক আগে। এবং কীটস যে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর দেহের ভিতরে রোগের প্রথম পর্যায় শু হয়ে গেছে 'ওড' গুলিই তার সাক্ষ্য বহন করছে। ডাক্তার ডে াংরী ও ভাটিয়া বলছেন, ' রোগী যখন জানতে পারে তার যক্ষ্মা হয়েছে এতে যে শুধু চরম শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় ডেকে আনে তাই নয়, রোগীর জীবনকালের উপরেও এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে (১৮১)।'কীটস এর এই বিপর্যয়বোধের তীব্র অভিব্যক্তি ছড়িয়ে আছে ১৯২০-র স্বল্প লেখালিখিতে। সে তুলনায় ওডগুলিকে মনে হয় আপাতপ্রশ ান্ত, স্থিত বা এমনকি যেন সুখীও। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুভব করলে বোঝা যাবে রোগের প্রথম পর্যায়ের চিহ্ন ও তজ্জনিত মৃত্যুচেতনাচ্ছন্ন বিষাদ এই কবিতাগুলিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এর এক বছরের কিছু আগে এবং টমের 'মৃত্যু-পরোয়ানা' আসার আট দিন পরে ৩১ জানুয়ারী ১৮১৮ কীটস একটি সনেট লিখেছিলেন When I have fears that I may cease to be' (১৮৪৮ এ প্রকাশিত; রেনডসকে লেখা একটি চিঠিতে উল্লিখিত)। এখানে এক মৃত্যুভাবনাগ্রস্ত কবিকে দেখা যায় যিনি 'সুপক্ক শস্যভান্ডার' খামারে তোলার আগেই অক ালমৃত্যুর আশংকা করছেন; আর যখন ভাবছেন আকাশের নক্ষত্রখচিত মুখশ্রী ও বিশাল মেঘমালার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার অথবা এক ঘন্টা আয়ুর মরশুমী ফুলবাহারে অকারণ প্রেমে উজ্জ্বল হবার সুযোগ আর হবে না, তখন "On the share/of the wide world I stand alone, and think/ Till love and fame to nothingness to sink".

ওডগুলিতে এই নির্জন আত্মমগ্ন কবির বিষাদমহিমার সুন্দর উপস্থিতি অনুভব করা যায় যিনি জীবনের প্রান্তিক বেল াভূমিতে এসে একা দাঁড়িয়ে ভাবছেন, আর প্রেম যশ ও সুখের জন্য উজ্জ্বল উচচাকাঙ্খা সব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। (লক্ষণীয়, যে সময়ে একের পর এক ওড রচিত হচ্ছে, ১৮১৯- এর মে মাসে, কবি টেইলর ও হেসীর কাছ থেকে বৎসরা ধিক কাল আগে নেওয়া সব বই ফেরৎ দিচ্ছেন, পুড়িয়ে দিচ্ছেন বহু চিঠিপত্র) আবার এই ক'মাসের যে আকস্মিক সৃষ্টির জোয়ার তা-ও যেন এক মরীয়া অনুভূতির দ্যোতক যে সময় ফুরিয়ে আসছে, শেষের প্রহর পূর্ণ করে নিতে গেলে এ-ই অন্তিম আকাশ, তাই এই শেষ হেমন্তের মাঝে স্বর্ণিল ফসলে উজ্জ্বল হলেও তার উপর উপুড় হয়ে থাকে এক আকাশ বিষন্নতা, তার নির্ভুল কণ ছায়া নিয়ে। এই পর্বের পরে কীটস যে স্বল্প সময়টুকু বেঁচেছিলেন, এক বছরের কিছু বেশী, তা ছিল সৃষ্টির বিচারে প্রায় বন্ধ্যা এক সময়— তীব্র শারীরিক ও প্রগাঢ় মানসিক ক্লেশের সময় — এমনও মুহূর্ত এসেছে এ পর্বে যখন কীটস-এর মত সুবেদী, সর্বেন্দ্রীয়সজাগ মানুষেরও এসেছে অসাড় অনুভবহীনতার কাল, মাঝে মাঝে শুধু তীব্র যন্ত্রণার ক্ষণিক বিস্ফোরণে যা ভেঙে পড়তে চেয়েছে (মিডলটন মারী ২০৭,২১০)। অক্টোবর ১৯১৯ -এ কবি রাইসকে লিখছেন 'প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার উপর তাদের প্রভাব হারিয়ে ফেলেছে'। এই বছরের শেষ দিকে একটি সনেটের প্রথম পংক্তি "The day is gone, and all its sweets are gone!" এই পর্বে ফ্যানি ব্রন-এর উদ্দেশ্যে লেখা সাত লাইনের যে খন্ড কবিতাটি তার মধ্যে মৃত্যুর ত্রাস, কবরের বরফশীতল নীরবতার যে আনাগোনা তা যেন কবির এতদিনের পরিচিত কাজকর্মের সংগে সম্পূর্ণই বেসুর। কবিতাটি এইরকম ঃ

'এই জীবন্ত হাত, করোষ্ণ এখনো, এখনো সক্ষম
আন্তরিক আলিঙ্গনে — যদি ঠান্ডা হয়ে যেত,

কবরের হিম স্তব্ধতায়!
তোমার দিনগুলি তবে এমনি অধীর করে তুলত সে —
তোমার স্বপ্নিল রাত এমন শীতল—
হয়ত চাইতে তুমি— বুকের শোণিত নিঃশেষে নিংড়িয়ে দিয়ে
শিরায় আমার
রক্তিম জীবনধারা ফেরাতে আবার ।--'

আপাতদৃষ্টে ওডগুলি থেকে যথাসম্ভব দূরে এ কবিতার অবস্থান, কিন্তু রোগাক্রান্ত কবির মৃত্যুসচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ওডগুলি এই বিষাদ মলিন খন্ডকবিতার পূর্বসূরী, যেমন গোধুলি পূর্বগামিনী কৃষ্ণরাত্রির।

কয়েকটি মাত্র উদাহরণেও বিষয়টি ধরা যায়। 'ওড টু এ নাইটিংগল' এ ব্যক্ত কীটস এর মৃত্যু ইচ্ছার রোমান্টিকতা বহু অ ালোচিত। কিন্তু 'বেদনাবিহীন সুখমৃত্যু' র (Easeful death) জন্য তাঁর এই আকাঙ্খা কি এক তীব্র রোমান্টিক অনুভবের শিখরস্পর্শী আবেগথরথর মুহূর্তের কেবলমাত্র! নাকি এর মধ্যে সেই সংগে লুকিয়ে আছে যক্ষ্মারোগীর জন্য অপেক্ষমান (সেকালে) অনিবার্য যন্ত্রণাময় মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার এক মরীয়া ইচ্ছা। বিনা যন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে যাবার (To cease ……… with no pain) এ আর্তি যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে অদূর যন্ত্রণাময় মৃত্যু সম্পর্কে এক পূর্বাভাসের, এক নিশ্চয়তার। অ াবার, বৈদ্য হিসাবে কীটস নিশ্চয়ই জানতেনও যে ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ের (Aching heart) উপরে বিস্বাদ আফিম এর (dull opiate) কী ক্রিয়া কেমনভাবে তন্দ্রাচ্ছন্নতার () মাধ্যমে ব্যথার বোধগুলি ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে যায়, কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয় সেই ব্যথা যা যন্ত্রণায় অবসন্ন মস্তিষ্ককে বিমূঢ় বিহ্বল করে (through the dull brain perplexes and retards) । অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মত অনুযায়ী ঃ 'কখনো কখনো (যক্ষ্মারোগের) প্রথম পর্যায়ে psychoneurosis—এর মত লক্ষণ দেখা যায়। আবেগের অস্থিরতা, মানসিক নিশ্চেষ্টতা বা উৎসাহহীনতা, অনিদ্রা এর কয়েকটি রূপ। বক্সপ্রনষ্ক কারণ হতে প ারে, অথবা রোগী যখন বুঝতে পারে তার প্রাণশক্তি ক্ষয়ে আসছে, তখন তার মধ্যে যে হতাশা আসে, এগুলি সেই হতাশ ারও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হতে পারে। (ডোংরী ও ভাটিয়া ১৮৫) । উদ্ধৃত অংশটুকু কি নাইটিংগল ওড-এর বিশেষ করে প্রথম ও তৃতীয় স্তবকের প্রেক্ষিতে আশ্চর্য প্রাসঙ্গিক মনে হয় না? বস্তুত সমস্ত কবিতার উপর ঝুঁকে থাকে মৃত্যুর ছায়া— শুধু তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্তবকের স্পষ্টোক্তি শব্দতো শব্দছবি বা বাক্যাংশ এই নয় বিষলতা(hemlock) , বিস্মৃতি নদী(Lethe), সুগন্ধি অন্ধকার(embalmed darkness), গভীর কবরে শায়িত (buried deep) ইত্যাদি ইঙ্গিতেও। গ্রীষ্মের কণ্ঠভরা সুখসঙ্গীতে(full-throated song of summer) , যে কবিতার সূচনা তা মিশে যায় সমাপ্তির করুণ শোকগাথ ায়(plaintive anthem)। এমনকি রক্তিমারঞ্জিত মুখও(Purple-stained mouth) রক্তক্ষরণ বা ড্রক্সন্দপ্পস্সন্ধঙ্কস্তুদনব্দ এর ইঙ্গিতবাহী হতে পারে। এই কবিতাটির তৃতীয় স্তবক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি — '(গ্ন চিত্তের অত্যুক্তি') কে জ্যোতি ভট্টাচার্য্য 'অবিচার' মনে করেছেন, যেহেতু তাঁর মতে 'কীটস-এর কবিতায় বুগ্নচিত্ততা একটি উপাদান নয়'(দেশ কীটস সংখ্যা) । কিন্তু যে রোগ তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের ও নিজের জীবনে মর্মান্তিক কঠোর বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছিল তার সম্পর্কে সচেতনতা/ স্পর্শকাতরতা এবং তজ্জনিত প্রভাব ত কবিতাতে থাকবেই। বরং তার অনুল্লেখ পলায়নপরতা বোঝ াতে পারত।

গ্রীসিয়ান ওড-এর বিখ্যাত নির্যাস সম্পর্কে রডওয়ে দেখিয়েছেন 'সৌন্দর্যই সত্য' বক্তব্যটি যত না সদর্থক তার চেয়ে বেশী নঞর্থক যেহেতু তার মধ্যে নিহিত রয়েছে 'পরিবর্তন, বার্দ্ধক্য, পরপ্রজন্মের অগ্রসরণের সাথে প্রাক-প্রজন্মের অপসারণ মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর সত্যগুলি'(৬১) । ওয়ালশ স্টিভেনস্ এর অর্থঘন বাক্যাংশ, ' মৃত্যুই সৌন্দর্য্যের জননী' (Death is the mother of beauty" Sunday morning) এক সার্বিক সত্যকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু যদি এমন হয় কেউ জেনে গেছেন তাঁর নিজের মৃত্যু বড় কাছে এগিয়ে এসেছে! এ জানা কি সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর কণ বেদনাকে প্রগাঢ় করবে? মৃত্যু-চেতনা কেমন করে গ্রীসিয়ান ওডটিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা অদ্ভুতভাবে ধরা পড়ে একটি উদাহরণে। লক্ষ্য করলে আশ্চর্য লাগতে পারে যে কবিতাটিতে এতগুলি সুন্দর বস্তুও ঘটনার উল্লেখ ও অনুপুঙ্খ বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও কবি সযত্নে সবরকম ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে উহ্য রেখেছেন ঃ রং-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ সব এখানে অনুপস্থিত। কারণ ভস্মাধারটি (যেহেতু চিতাভস্মের আধার, শিল্পবস্তুটির প্রাথমিক অনুষঙ্গও এখানে মৃত্যু) একটি মৃত বস্তু যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি কর

া যায় না। মৃত ধমনীর ভিতর দিয়ে জীবন প্রবাহিত হয় না যতই আকাঙ্খা করা যাক। (একটু আগে উদ্ধৃত সাড়ে সাত ল াইনের কবিতাখন্ডটিতে এমনই একটি আকাঙ্খার উল্লেখ যা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল)। স্পর্শেন্দ্রিয়ের একমাত্র দ্যোতক শব্দ 'চির উষ্ণ' (forever warm) যে মায়ামাত্র তা বোঝা যায় যখন সে ধারণা ছত্রখান হয়ে যায় 'শীতল গীতিকা'র (Cold pastoral) হিম কাঠিন্যের আঘাতে যা খন্ডকবিতায় কল্পিত 'হিম কবরের' অনেক কাছাকাছি। এবং একমাত্র দ্যোতক 'সবুজ বেদী' র (green altar) ছবিটি কূটাভাসবাহী যেহেতু 'সবুজ' পত্রপল্লবের অর্থ জীবন্ত বৃক্ষ যে বসন্তে বসন্তে শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে নতুন কিশলয় ধারণ করে, ও এইভাবে 'সবুজ' কে করে বারবার নবীকৃত জীবনের প্রতীক, শ্বেতপাথরের শীতল অপরিবর্ত্য জীবনের নয়।

ওড অন মেলানকলি' বা বিষাদবন্দনায় দুটি শব্দ, যন্ত্রণাক্ত (aching) এবং বিষন্নতা(sadness) এর মধ্যে রয়েছে কবিত ার ভাব ও সুরের চাবিকাঠি 'যন্ত্রনার্ত আনন্দ' (aching pleasure) যে বিষাদবিষে পরিণত' (turn to position) হতে পারে, এই স্বীকৃতির মধ্যে রডওয়ে এক ধরণের পরাভববোধ খুঁজে পেয়েছেন। কবিতাটিকে আসন্ন রোগ -যন্ত্রণা সম্পর্কে উদ্বেগে টান-টান এক প্রাক-আশংকার অভিব্যক্তি বলেও দেখা যায় যখন 'ললাট' (forehead) হবে রক্তহীন বিবর্ণ (pale) এবং 'মাদকবাহিত তন্দ্রাচ্ছন্নতা' কে (drugged drowsiness) আবাহনই করা হবে শরীর ও মনের যন্ত্রণা ভে ালার জন্য। এ যেন 'শোকার্ততা' (mournfulness) 'বিষন্নতা'(sadness) , এবং 'বিস্মৃতি' (Lethe) যা অচিরে ঘটতে চলেছে তারই পূর্বাস্বাদ।

ওটামন্ স্পষ্টতই বিদায়ের কবিতা (রিকস ২১২) । আপাতদৃষ্টিতে 'গভীর প্রশান্তি ও আশ্বাসে ভরপুর' (দেশ) সুপক্ক ফসলের কাব্য মনে হলেও তার আসল বিষয় আসন্ন মৃত্যু। Houghএকদা বলেছিলেন প্রকৃতির প্রতি কীটস এর যে আনন্দ -উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া তা ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর মত অতীন্দ্রীয় দার্শনিকতার দিকে যায়নি , বরং তা ছিল বরাবর 'জীবন্ত ও বিকচমান বস্তুসমূহকে ঘিরে এক অন্বিষেী আনন্দময়তা' (১৫৯)। কিন্তু 'গ্রীশিয়ান ওড-এর মত ওটামন'-এও যে ছবি আমর া প্রত্যক্ষ করি সেখানে প্রকৃতি আর বিকাশমান নয়; বিকাশের প্রক্রিয়া সেখানে থেমে গেছে, এবং মৃত্যুর তিন প্রতিভূ এব ার নিজ নিজ কাজের জন্য প্রস্তুত। ফল যেমন পেষকযন্ত্রের (স্নাজন্দ্বন্দ্ব) জন্য, শষ্য যেমন কাস্তের জন্য (Seythe) মেষশ াবকরাও প্রস্তুত কসাই এর ছুরির জন্য, আবার মৌমাছিরা হয়ত ভাবতে পারে (ব্ধড়ন্ড্স) যে উষ্ণ দিনগুলো কখনো শেষ হবে না।; কিন্তু কবি জানেন এটি ভ্রান্ত আশামাত্র। 'ঘন্টার পর ঘন্টা চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া' (oozings hours by hours) ব াক্যাংশটির মধ্যে ইঙ্গিত আছে আঙুর নিংড়ে মদ তৈরীর, পেষণযন্ত্রের নিষ্ঠুর চাপে বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়া দ্রাক্ষারসের। এর সঙ্গে যক্ষারোগীর ব্যথাদীর্ণ বক্ষ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরণের যন্ত্রণা কি সম্পর্কশূন্য? প্রথম দুই স্তবক যে পূর্ণতার আপ াতছবি তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তৃতীয় স্তবকে ধান কেটে নেওয়া মাঠের শূন্যতায়, যার উপর আবার ছড়িয়ে পড়ে অস্তর াগের গোলাপরঙা (Rosy) স্পর্শ। মনে পড়ে যায় নাকি জ্বরতপ্ত রক্তিম কপোল নিয়ে রোগশয্যায় একা, গভীর শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত এক নির্জন মানুষের কথাও। এবং অস্তআকাশে সারি সারি মেঘের রেখা (barred clouds) যেন এক বন্দীশাল ারই স্মারক, যা আবার কবরের মত এক অনন্ত বন্দীশালার প্রতিরূপ। রডওয়ে কবিতাটির মধ্যে এক আভিমুখ্যতা দেখেছেন যার গতি 'আলো থেকে ক্রমে অন্ধকারের দিকে'। গঠনগত ভাবেও তিনি একে দেখেছেন সূচনা-মধ্যভাগ-অন্তে বিন্যস্ত একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নাটক(রূপে) যার পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে। (৬৩)।

বস্তুত, শেষ স্তবকে দিনটি 'নীরবে মরে যাচ্ছে' (soft-dying) তখন মশারা 'শোকমগ্ন' (mourn) তারা শোকগাথ া(wailful choir) গায় সমস্বরে যা ক্রমে ডুবে যায় ও মরে যায়(sinks and dies) আর সেই সোয়ালোর ঝাঁক এসে জড়ো হয় আকাশে, অন্ধকারের মুখে, তাদের পারস্পরিক শেষ বিদায়ের , বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আগের মুহূর্তটিতে।

বিচ্ছেদ বা বিদায় গ্রহণের ভাবনা ওডগুলির মধ্যে ফিরে ফিরে আসে। রিকস তাঁর কীটস এন্ডএমব্যরাসমেন্ট বই এ উদ্ধৃত করেছেন কীটস এর সেই 'যেতে যেতে চায় না যেতে' অতিথির কথা

'তুমি জানো উৎসব শেষে দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার সময় কখনো কখনো কেউ অকারণে একটু ইতঃস্তত করে, একটু অপ্রতিভ বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, ঠিক বুঝতে পারে না কেমন করে সব চেয়ে সুন্দরভাবে বেরিয়ে পড়া যায়— বিদায়—হ্য াঁ, বেশ—বিদায়—এবং তবুও সে যায় না — বিদায়—আচ্ছা—এইভাবে চলতে থাকে'। (২১৯) । ১৮২০ র শেষ দিকে একটি চিঠিতে কীটস লিখেছিলেন' আমি (তোমাদের) বিদায় জানাতে প্রায় অক্ষম, এমনকি একটা চিঠিতেও। বর

াবরই আমি বিদায় নেবার ব্যাপারে ছিলাম অপ্রতিভ।' একটি দিনের পটভূমিতে সান্ধ্য গোধূলিকে মনে করা যেতে পারে বিদায়ে অনিচ্ছুক এই অতিথি, এবং সম্বৎসরের পটভূমিতে সেই অতিথি শরৎ, যাদেরকে শেষ পর্যন্ত যথাক্রমে অন্ধকার র াত ও শীতকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। কীটস যিনি ওডএর কবি তাঁকেও কিন্তু এমন এক অতিথি হিসাবে দেখা যায়, যাঁর এখনই চলে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তবু যিনি জীবনের, প্রেমের সৌন্দর্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং পৃথিবীকে বিদ ায় জানিয়ে চলেছেন। লক্ষণীয়, কিভাবে বিদায় শব্দটি এই কবিতামালায় রণিত হয় বার বার। নাইটিঙ্গল ওডের শেষ স্তবকে তিনবার, শোনা যায় বিদায় ছadieuপাখীটির গান তখন মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তে।

'বিদায়! কল্পনাও এত ভাল পারে না ঠকাতে
বিদায় বিদায়! তোমার বিষাদগাথা হারিয়ে যায়
প্রান্তরের পারে।'

'গ্রীসিয়ান আর্ন, এর তৃতীয় স্তবকে

' আহা সুখী সুখী বৃক্ষশাখা! যে পারো না ঝরাতে
তোমার পল্লবরাজি, পারো না জানাতে কভু বসন্ত বিদায়
সাইকিতে
'তারা ওষ্ঠস্পর্শ করে নি, কিন্তু বিদায় ও বলে নি।
ওড ওন মেলাংকলীতে বিষাদের বাস
'আনন্দের সাথে —যার হাত
সর্বদাই উঠে আছে ঠোঁটের উপরে
জানাতে বিদায়।'

আরো আগে, ১৮১৭ সালের নভেম্বরে এক আসন্ন শীতসন্ধ্যায় কীটস 'অস্তমান সূর্য' নিয়ে ভেবেছিলেন ঃ 'অস্তমান সূর্য সর্বদাই আমাকে সঠিক ভাবনায় পৌঁছে দেবে' (বেইলিকে লেখা চিঠি) ।এই চিঠি লেখার তিন মাসের মধ্যে (ততদিনে টমের রক্তক্ষরণ শু হয়ে গেছে ও চলছে)। কীটস লক্ষ্য করেছিলেন ঃ অস্তমান থেকে অস্তমিত এর দিকে এই অগ্রগতি কী সংযত ও আত্মসচেতনতা শূন্য। কীটস নিজেও 'অস্তমান থেকে অস্তমিতে র উদ্দেশ্যে এই অগ্রগমনে সাড়া দিয়েছিলেন যথ ার্থ শিল্পীর ভাষাতেই — 'চিত্রকল্পের উদয় অগ্রগতি ও বিলয় হবে সূর্যের মত, তেমনই স্বাভাবিকভাবে আসবে তার (কবির) কাছে —তার উপর কিরণ ঢালবে, এবং শেষে শান্ত বিপুল মহিমায় অস্তমিত হবে তাকে গোধূলির ঐর্যে (Luxury of Twilight) নিমজ্জিত রেখে।' তবু গোধূলি — অস্তমান থেকে অস্তমিত মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত পরিসরটুকু — শিল্পে/ব্যক্তিজীবনে যতই মহিমাময় হোক, তার ঐর্য ক্ষণিকের হতে বাধ্য। তাই তিন বছর না যেতেই শোনা যায় কবির বিল াপ ঃ ' দিন ইতিমধ্যেই চলে গেছে এবং তার সব সুমিষ্টতাও চলে গেছে'। কারণ ততদিনে কবির কাছে তাঁর মৃত্যু পরোয়ান া পৌঁছে গেছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তাঁর রক্তিম সায়াহ নিমজ্জিত হতে চলেছে মৃত্যুর অনপনেয় কবরসম অন্ধকারে, যে অন্ধকারের সকণ কল্পনা খন্ডকবিতাটিতে।

গ্রেহাম হাফ তাঁর দি রোমান্টিক পোয়েটস বই-এ একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন যে ফ্যানি ব্রণকে লেখা কীটস এর খন্ড কবিতাটির এরকম একটি ব্যাপকতর অর্থ দেওয়া সম্ভব — যেন রোম্যান্টিক আন্দোলন আমাদের দিকে একটা জীবন্ত হ াত বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং তাকে আদরে গ্রহণ না করাটা বুদ্ধি ও আবেগের প্রতি এক ধরণের বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু এবম্বিধ দাবী যেন কিছুটা কষ্টকল্পনা মনে হয়। বরং হাফ যে একে terrible fragment বলেছেন তা অনেক সঠিক লাগে। Hough - এর মত রোম্যান্টিক সমালোচকরা এতে অস্বস্তিবোধ করেছেন । কিন্তু এ ত্রাস (দ্বন্দ্বজ্ঞজ্ঞপ্তজ্ঞ) কি সেই মানুষের পক্ষে একমাত্র স্বাভাবিক পরিণতি ছিল না। যে মানুষ বছরের পর বছর উদ্বেগে, স্বস্তিহীনতায় অপেক্ষা করেছিলেন এই সমাপ্তির — যা অবশেষে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন।

'অস্তমান' থেকে 'অস্তমিত' এর পথে, গোধূলির আলোছায়া থেকে রাত্রির আঁধারের দিকে কীটস এর এই শেষভীষণ নির্জন যন্ত্রণার্ত যাত্রার প্রেক্ষিতে ওডগুলিকে মনে হয় — শেষ সায়াহ্নের মায়াবী আলোয়, অনেক অতৃপ্ত আকাঙ্খা- স্বপ্ন-ব াসনা পিছনে ফেলে রেখে অনিচ্ছুক পায়ে বেরিয়ে পড়া এক পরিত্যক্ত ভীষণ একা (forlorn) বিদেশযাত্রীর জীবনের প্রতি

শেষ করুণ আবেগসজল কামনা-দ্যুতিময় বিদায় সম্ভাষণ।

মৃত্যু অনিবার্য ও আসন্ন এই জ্ঞান অনেক সময় মৃত্যু পথযাত্রীকে ধর্মের দিকে ফেরায়। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে কীটস এর তেমন কোন লক্ষণীয় বিশেষ সচেতনতা ছিল না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি মৃত্যুপরবর্তী কোন জীবন বা স্বর্গের প্রতি বিশ্বাসের আশ্রয় খোঁজেননি। পরিবর্তে তিনি সৌন্দর্য ও শিল্পের মধ্যে এক ধরণের স্থায়িত্ব খুঁজেছিলেন। কিন্তু এই অনুসন্ধানও বার বার ব্যাহত হয়েছে,হয়েছে অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত, কারণ পাশাপাশি কাজ করে গেছে এক গভীর প্রোথিত ব্যর্থতা-হতাশা-অনিবার্যতা বোধ। কীটস এর কল্পনায় গ্রীস ছিল এক রূপকথার পরীর দেশ (Hough 159)। কিন্তু সে গ্রীসও তাঁকে ক্রমপরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে, বিলীয়মান গোধূলির ঘনায়মান বিষাদে মানসিক অবলম্বন দিতে পারেনি। 'ওটামন' — এর দ্বিতীয় স্তবকের একটি ছবিতে 'ডেমিটার' বা জননী এখানে পুনর্জ্জীবন ঘটায় না। শস্য কেটে নেবার পর পড়ে থাকা শূন্য সুষমাহীন রঙহীন প্রান্তরে মৃত্যুর প্রাগ্রসরণের অলস সাক্ষীমাত্র হয়ে থাকে সে। সত্য যে ওডগুলির মধ্যে এক মহিমাময় আপাতশান্ত বিদায় গ্রহণের ছবি ফোটে, কিন্তু সেই সংগে বেদনা-বিষাদ-যন্ত্রণাও নির্ভুলভাবে ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু ফোঁটায় পংক্তিগুলির ভিতর দিয়ে, বিশেষ শব্দের মীড়ে, তুলির কোন সূক্ষ্ম আঁচড়ে।

এগুলি যেন 'শেষ ক্ষরণ' এক নির্জন তণের 'নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম' নিজেকে বিন্দু বিন্দু ঝরিয়ে দেওয়া —তার নিজের কবিতা, সৃজনশীলতা ও প্রাণশোণিতের শেষ ক্ষরণ— যা সে দেখে যায় বড়ো বাসনায়, বেদনায়,— দেখতে দেখতে ক্লান্তিতে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে মাটির প্রদীপে শেষ শিখাটির শেষবারের মত চকিত উজ্জ্বল কণ শিহরণে কবির ব্যথার পূজা সমাপন প্রায়।

উল্লেখ ঃ

ভট্টাচার্য্য, জ্যোতি, কীটস, দেশ ২৩ মার্চ,১৯৯৬।

Hough, Sarhem, The Romantic Poets, London: (1953) Hutchinson, 1976

Houghton, Lord. Life and Letters of John Keats, (1931), London: Oxford Univ. Press, 1951

Keats, (1931), London: Oxford Univ. Press, 1951

Murray, J.M. Keats and Shakespeare (1925) London: Oxford Univ. Press, 1968

Page, F (ed). Letters of John Keats, London: Oxford Univ. Press, 1954

Ricks, C. Keats and Embarrassment, London: Oxford Univ. Press, 1976

Rodway, A. The craft of Criticism, London: Cambridge Univ. Press, 1982

Rollins, H.E. (ed). The Letters of John Keats, Vol – 1. Cambridge : Univ. Press, 1958

All quotes from doctors and tuberculosis

Expers: Textbook of Tuberculosis (1972), New Delhi : Vikas publishing House, 1981

কলেজস্ট্রিট পত্রিকা থেকে